চতুর্দশ অধ্যায়

আন্তর্জাতিক আদালত

ধারা ৯২

আন্তর্জাতিক আদালত জাতিসংঘের প্রধান বিচার-অঙ্গ হবে। এই আদালত সংযোজিত সংবিধান অনুসারে কাজ চালাবে। ঐ সংবিধান স্থায়ী আন্তর্জাতিক আদালতের সংবিধির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং বর্তমান সনদের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।

ধারা ৯৩

১. জাতিসংঘের সকল সদস্য এই প্রকৃত তথ্যবলে আন্তর্জাতিক আদালতের সংবিধানের অংশীদার।
২. জাতিসংঘের সদস্য নয় এমন যে-কোন রাষ্ট্রও এ আদালতের সংবিধানে অংশগ্রহণ করতে পারে। কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে প্রতিটি মামলায় নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নিরূপিত শর্তসমূহ সে রাষ্ট্রকে মেনে চলতে হবে।

ধারা ৯৪

১. জাতিসংঘের প্রত্যেক সদস্য সংশ্লিষ্ট প্রতিটি মামলার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্ত মেনে চলবে বলে অঙ্গীকারবদ্ধ।
২. যদি মামলায় সংশ্লিষ্ট কোন পক্ষ আদালতের রায় অনুসারে আরোপিত বাধ্যবাধকতা পালনে ব্যর্থ হয়, তবে অপর পক্ষ নিরাপত্তা পরিষদের শরাণাপন্ন হতে পারে এবং সেক্ষেত্রে উক্ত পরিষদ বিচারের রায় কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনবোধে সুপারিশ পেশ বা ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

ধারা ৯৫

জাতিসংঘ সনদের কোন ধারাই বর্তমান চুক্তি ও ভবিষ্যতের কোন নতুন চুক্তি বলে সদস্যবৃন্দকে তাদের বিরোধসমূহ মীমাংসার জন্য অন্য কোন বিচারলয়ে আশ্রয় গ্রহণ করতে বিরত করবে না।

ধারা ৯৬

১. যে-কোন আইনগত প্রশ্নে সাদারণ পরিষদ অথবা নিরাপত্তা পরিষদ উপদেশমূলক মতামত প্রদানের জন্য আন্তর্জাতিক আদালতকে অনুরোধ করতে পারবে।
২. জাতিসংঘের অন্যান্য অঙ্গসংস্থা এবং বিশেষ এজেন্সিসমূহও সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে তাদের নিজ নিজ কার্যক্ষেত্রের আওতাভুক্ত যে-কোন আইনগত প্রশ্ন সম্বন্ধে আদালতকে উপদেশমূলক মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ করতে পারবে।

পঞ্চদশ অধ্যায়

সেক্রেটারিয়েট

ধারা ৯৭

একজন সেক্রেটারী-জেনারেল এবং প্রতিষ্ঠানটির জন্য প্রয়োজনীয় কর্মচারীদের নিয়ে জাতিসংঘ সেক্রেটারিয়েট গঠিত হবে। সেক্রেটারী-জেনারেল নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হবেন। তিনি প্রতিষ্ঠানটির প্রধান প্রশাসক হিসেবে কাজ করবেন।

ধারা ৯৮

পদাধিকার বলে সেক্রেটারী-জেনারেল সাধারণ পরিষদ, নিরাপত্তা পরিষদ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ এবং অছি পরিষদের সকল অধিবেশনে কার্য পরিচালনা করবেন এবং এসব অঙ্গসংস্থা কর্তৃক অর্পিত সকল দায়িত্ব সম্পাদন করবেন। তিনি প্রতিষ্ঠানটির কার্যকলাপ সম্পর্কে সাধারণ পরিষদের নিকট বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করবেন।

ধারা ৯৯

যদি সেক্রেটারী-জেনারেল কোন বিষয় আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি হুমকিস্বরূপ বলে বিবেচনা করেন, তবে তিনি তা নিরাপত্তা পরিষদের দৃষ্টিগোচর করতে পারেন।

ধারা ১০০

১. দায়িত্ব পালনকালে সেক্রেটারী জেনারেল তাঁর কর্মচারীবৃন্দ কোন সরকারের বা জাতিসংঘ-বহির্ভূত কোন কর্তৃপক্ষের কোন নির্দেশ প্রতীক্ষা করবেন না অথবা গ্রহণ করবেন না। জাতিসংঘের নিকট দায়ী আন্তর্জাতিক কর্মচারী হিসেবে তাঁদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হতে পারে এমন কাজ থেকে তাঁরা বিরত থাকবেন।

২. সেক্রেটারী জেনারেল ও তাঁর কর্মচারীবৃন্দের দায়িত্বসমূহের আন্তর্জাতিক প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে এবং সেসব দায়িত্ব পালনকালে তাঁদের ওপর কোন প্রভাব বিস্তার না করতে জাতিসংঘের প্রত্যেক সদস্য অঙ্গীকারবদ্ধ।

ধারা ১০১

১. সাধারণ পরিষদ কর্তৃক স্থিরীকৃত নিয়মানসারে সেক্রেটারী-জেনারেল তাঁর কর্মচারীদের নিয়োগ করবেন।

২. উপযুক্ত কর্মচারীগণ স্থায়ীভাবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ, অছি পরিষদ এবং প্রয়োজনমত জাতিসংঘের অন্য অঙ্গসংস্থাসমূহে নিযুক্ত হবেন। উক্ত কমচারীবৃন্দ সেক্রেটারিয়েটের একটি অংশ বলে গণ হবেন।

৩. কর্মচারীদের নিয়োগ এবং তাঁদের চাকরির শর্ত নির্ধারণের বেলায় উচ্চতম যোগ্যতা, দক্ষতা ও চারিত্রিক অখণ্ডতা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হবে এবং যতটা সম্ভব বিস্তীর্ণ ভৌগোলিক ভিত্তিতে তাঁদের নিযুক্ত করতে হবে।

ষোড়শ অধ্যায়

বিবিধ ধারাসমূহ

ধারা ১০২

১. এই সনদ বলবৎ হওয়ার পর জাতিসংঘের কোন সদস্য কর্তৃক সম্পাদিত যে-কোন চুক্তি যথাসম্ভব সত্বর সেক্রেটারিয়েটে নথিভুক্ত ও তৎদ্বারা প্রকাশিত হতে হবে।

২. বর্তমান ধারার প্রথম অনুচ্ছেদ অনুযায়ী যদি কোন পক্ষ এরূপ সম্পাদিত সন্ধিপত্র বা আন্তর্জাতিক চুক্তি নথিভুক্ত না করে থাকে, তবে সেক্ষেত্রে ঐ পক্ষ জাতিসংঘের কোন অঙ্গসংস্থায় ঐ সন্ধিপত্র বা চুক্তির আশ্রয় নিতে পারবে না।

ধারা ১০৩

যদি বর্তমান সনদ অনুযায়ী জাতিসংঘের সদস্যবৃন্দের দায়দায়িত্বের সাথে অন্য কোন আন্তর্জাতিক চুক্তি মোতাবেক তাদের দায়-দায়িত্বের বিরোধ ঘটে তবে তাদের সনদ মোতাবেক দায়দায়িত্বই প্রাধান্য লাভ করবে।

ধারা ১০৪

এই সংগঠন তার উদ্দেশ্য ও কর্তব্য সম্পাদনের জন্য প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্রে প্রয়োজনীয় সকল আইনগত ক্ষমতার অধিকারী থাকবে।

ধারা ১০৫

১. প্রতিষ্ঠানটি তার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্রে প্রয়োজনীয় সুবিধা ও অব্যাহতিসমূহ ভোগ করবে।

২. জাতিসংঘ সদস্য রাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং প্রতিষ্ঠানটির কর্মচারীগণ স্বাধীনভাবে সংগঠনটির কর্তব্যকর্ম সম্পাদনের জন্য অনুরূপভাবে প্রয়োজনীয় সুবিধা ও অব্যাহতিসমূহ ভোগ করবে।

৩. এই ধারার প্রথম ও দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ প্রয়োগের বিস্তারিত কর্মপন্থা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে সাধারণ পরিষদ জাতিসংঘের সদস্যদের নিকট সুপারিশ করতে পারবে অথবা সম্মেলন আহ্বান করার প্রস্তাব করতে পারবে।

শেষ অধ্যায় গুলো দেখার জন্য ক্লিক করুন